



293635 - যবে ব্যক্তিকোন এক দশে সফরে যাচ্ছনে যখনে তিনি আটদিন থেকে একটি কোর্সে অংশ গ্রহণ করবনে; যবে কোর্সে গভীর মনোযোগ দিতে হবে; এমতাবস্থায় কিতার জন্যে রোযা না রাখা বধৈ?

প্রশ্ন

আমি জেদেদাতে মুকীম। লণ্ডনে যাচ্ছি। সখনে আটদিন থাকব। সফরে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানরে পরীক্ষা পাস করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করা। কোর্সটির সময় হচ্ছে ইফতারে চার ঘণ্টা আগে থেকে। মাগরবিরে আযান পর্যন্ত কোর্স চলবে। এ কোর্স করতে কছু রোগীদের অবস্থার উপর নবিড়ি মনোযোগ দয়ো প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমার জন্য রোযা না-রাখা কি জায়বে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনার সফরে দিনি ও ফরিে আসার দিনি শহরে ঘরবাড়ী অতক্রিম করার পর রোযা ভঙেগে ফলো জায়বে। উদাহরণতঃ যদি আপনার সফর হয় জেদেদা থেকে দুপুরে। তাহলে রাত থেকে রোযার নয়িত করা ও পানাহার থেকে বরিত থাকা আপনার উপর ওয়াজবি; যতক্ষণ না আপনি শহরে ঘরবাড়ী অতক্রিম করেন। অতক্রিম করলে রোযা ভঙেগে ফলো আপনার জন্য জায়বে হবে।

অনুরূপ বধিন প্রয়োজ্য আপনার ফরেত আসার দিনিও। আপনি যদি দিনিে বলোয় সফর করেন তাহলে শহরে ঘরবাড়ী অতক্রিম করার আগে রোযা ভঙেগে না।

যবে ব্যক্তি দিনিে বলোয় সফর করেন তার জন্য রোযা ভঙেগা জায়বে। এটি ইমাম আহমাদরে মাযহাব এবং শাফয়েি, ইসহাক ও দাউদরে অভমিত। এবং এটাই অগ্রগণ্য অভমিত।

আর জমহুর আলমেরে মতে, যবে ব্যক্তি দিনিে বলোয় সফর করেন তার জন্য সেই দিনিে রোযা ভঙেগা জায়বে নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) অগ্রগণ্য অভমিতরে দললি বরণনা করতে গিয়ে বলেন: "যহেতে উবাইদ বনি জুবাইর (রহঃ) বলেন: আমি আবু বাসরা আল-গফিরীর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থেকে জাহাজে উঠেছিলাম। জাহাজ রওয়ানা হল। এরপর দুপুরে খাবারে



সময় হল। তখনও বাড়ীঘর অতিক্রম করনেনি। কনিত্তু তিনি দিস্তরখান বহিঁনোর নরিদশে দলিনে। এরপর বললনে: কাছে আস। আমি বললাম: আপনি বাড়ীঘর দখেছনে না? তিনি বললনে: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুননত থকে বমিখ হতে চাও? এরপর তিনি খিয়েছনে। [সুনানে আবু দাউদ] এরপর তিনি বলনে: যদি এটি সাব্যস্ত হয় তাহলে বাড়ীঘরগুলোকে পছনে ফেলোর আগে রোযা ভাঙা বধে হবে না। অর্থাৎ বাড়ীঘরগুলোকে অতিক্রম করা এবং এগুলোর মধ্য থকে বরে হয়ে যাওয়া।

আল-হাসান বলনে: যাই দিনে সফর করতে ইচ্ছুক সেই দিন সে চাইলে নিজি বাসাতই ইফতার করতে পারে। অনুরূপ কথা আতা থকেও বর্ণতি আছে। ইবনে আব্দুল বার বলনে: হাসানরে উক্তটি বরিল। নিজি গৃহে থাকাবস্থায় রোযা ভাঙার পক্ষ্যে কারো অভিমিত নই। কোন আকলি দললিও নই, নকলি দললিও নই। হাসান থকে এর বিপরীত অভিমিতও বর্ণতি আছে। [আল-মুগনী (৩/১১৭) থকে সমাপ্ত]

দুই:

মুসাফরি ব্যক্তি যদি কোন শহরে চারদিনে বেশি থাকার নয়িত করে তাহলে মালকে, শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবে আলমেদরে মতে, তথা জমহুর আলমেদরে মতে, সে মুকীমরে হুকুমে পড়ে। একজন মুকীমরে উপর যা যা অনবির্য়; যমেন রোযা রাখা ও নামায পরপূর্ণভাবে আদায় করা তার উপরেও সগেলো আদায় করা অনবির্য়।

ইবনে কুদামা বলনে: যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন শহরে ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ার নয়িত করে তাহলে সে নামাযগুলো পূর্ণভাবে আদায় করবে। ইমাম আহমাদ থকে বর্ণতি প্রসদিধ অভিমিত হচ্ছ: যটেকু সময়কাল অবস্থান করার নয়িত করলে মুসাফরি ব্যক্তিকে নামায পরপূর্ণ সংখ্যায় পড়তে হবে সেটো হচ্ছ- ২১ ওয়াক্তরে চয়ে বেশি নামায। আল-আসরাম, আল-মারযুকী ও অন্যান্য আলমেগণ এটি বর্ণনা করছেন। তাঁর থকে এটিও বর্ণতি আছে যে, যদি কেউ চারদিনি থাকার নয়িত করে তাহলে সে ব্যক্তিও নামায পূর্ণভাবে আদায় করবেন। আর যদি এর চয়ে কম সময় থাকার নয়িত করে তাহলে কসর করে পড়বে। এটি ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আবু ছাওররে অভিমিত। [আল-মুগনী (২/৬৫) থকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৯৯) এসছে: "যে সফরে বরে হলে সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করা যায় সেটো হলো প্রথাগতভাবে যটেকে সফর বলা হয়। এর দূরত্ব হচ্ছ প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ দূরত্ব বা তার চয়ে বেশি দূরতবে সফর করবেন তিনি সফররে ছাড়গুলো ভোগ করতে পারনে; যমেন- তিনিদনি তিনিরাত মোজার উপর মাসহে করা, নামাযগুলো একত্রতি করে ও কসর করে আদায় করা, রমযানরে রোযা ভাঙ করা। এই মুসাফরি যদি কোন শহরে চারদিনে বেশি সময় থাকার নয়িত করনে তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবেন না। আর যদি চারদিনি বা চারদিনে চয়ে কম সময় থাকার নয়িত করনে তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবেন। আর যে মুসাফরি এমন কোন দশে অবস্থান করছেন কনিত্তু তিনি জাননে না যে, কবে তার প্রয়োজন শেষ হবে এবং তিনি অবস্থান করার জন্য নরিদষ্টি কোন সময় ধার্ষ্য



করবেন; তাহলে তিনি সফর অবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন; এমনকি যদি সে সময়টা অনেক লম্বা হয় তবুও।
এক্ষত্রে স্থল পথে সফর বা জল পথে সফর এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি যিহেতে লন্ডনে আটদিনি থাকার নিয়ত করছেন তাই এ অবস্থানকালে আপনার জন্য
নামায কসর করা ও রোযা ভাঙা জায়যে হবে না।

আপনি যি কষ্ট ও মনোযোগে দয়োর প্রয়োজন কথা উল্লেখ করছেন সেগুলো রোযা ভাঙার বধৈতা দয়ে না।

আরও জানতে দেখুন: [132438](#) নং ও [141646](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।